MAR. 0 2 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

২০০১ সনের মাধ্যামক স্কুল সাটাফকেট পরাক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়

শ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ১৫ই মার্চ ২০০১ তারিখ হইতে অনুষ্ঠিতব্য ২০০১ সনের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকে ীক্ষা সুষ্ঠু এবং দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে গ্রহণের প্রস্তুতি ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বষয়গুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল ঃ

১। পরীক্ষার হলে নকল রোধের প্রাথমিক দায়িত্ব কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং কক্ষ পরিদর্শকগণের। কোন কোন ক্ষেত্রে কক্ষ রিদর্শকগণের কর্তব্যে শৈথিল্য ও দায়িত্বহীনতা সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলপ্রবণতা বৃদ্ধিতে হায্য করিয়া থাকে। এই লক্ষ্যে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বিশেষ করিয়া কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কক্ষ পরিদর্শকগণকে পরীক্ষা পরিচালনার ত্রে অধিকতর কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বশীল হইবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

২। স্থানীয় প্রশাসন কেন্দ্রের অভ্যন্তরে এবং বাইরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। কোন কেন্দ্রের ভিতরে ইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব না হইলে বা বাহিরে অবাঞ্ছিত লোকজনের সমাবেশ দূর করা সম্ভব না হইলে স্থানীয় প্রশাসন ঐ ন্দ্র বাতিল করিয়া থানা সদরে অথবা জেলা সদরে স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

৩। সংশ্লিষ্ট এলাকার পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুবিধার্থে এবং তাহাদের অভিভাবকগণের আর্থিক ব্যয়ভার লাঘব হয় সেই ক্ষ্যই এলাকায় কেন্দ্রটি স্থাপন করা হইয়াছে। কেন্দ্রের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, নকলপ্রবণতা, অবাঞ্ছিত জনসমাবেশের কারণে যাতে কেন্দ্রটি তল না হয় সেইজন্য কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং অভিভাবকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

৪। অভিভাবকগণের প্রতি অনুরোধ, তাঁহারা যেন তাঁহাদের পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌছাইয়া দিয়া অহেতুক কেন্দ্রের আশপাশে লা সৃষ্টি না করিয়া কেন্দ্রস্থল ত্যাগ করিবেন।

৫। কোন কোন কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করিতে গিয়া পুলিশী হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। অথচ ইহার ফলে অবাঞ্ছিত রিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই জাতীয় পরিস্থিতির যাতে সৃষ্টি না হয় তৎপ্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

৬। প্রশ্নপত্র ফাঁস একটি গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ। "পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন-১৯৮০ এবং এর সংশোধনী-১৯৯২"-সংশ্লিষ্ট ধারা জনগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে নিম্নে প্রকাশ করা হইল ঃ

ধারা ঃ ৩

পাবলিক পরীক্ষায় ভুয়া পরিচয় দান ঃ

ক) যিনি পরীক্ষার্থী না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে পরীক্ষার্থী হিসাবে জাহির করিয়া বা পরীক্ষার্থী বলিয়া ভান করিয়া কোন পাবলিক ীক্ষার সময় পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেন, অথবা

খ) যিনি অন্য কোন ব্যক্তির নামে বা কোন কল্পিত নামে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা ঃ ৪

পাবলিক পরীক্ষা শুরু হইবার পূর্বে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রকাশন বা বিতরণ ঃ

যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে

ক) এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজপত্র, অথবা

খ) এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা ধারণাদায়ক কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজ, কিংবা এরূপ পরীক্ষার জন্য ত প্রশ্নের সহিত হুবহু মিল রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবার অভিপ্রায়ে লিখিত কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজ যে কোন উপায়ে ়, প্রকাশ বা বিতরণ করেন, তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা ঃ ৫

নম্বর ইত্যাদি বদল অথবা গ্রুপ পরিবর্তন ঃ

যিনি আইনানুগ কর্তৃত্ব ছাড়া যে কোন প্রকারে কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন নম্বর মার্কশীট, টেবুলেশন শীট, সার্টিফিকেট প্লোমা অথবা ডিগ্রীর বদল অথবা গ্রুপ পরিবর্তন করেন, তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় বেন।

ধারা ঃ ৬

ভুয়া মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রী ইত্যাদি তৈয়ারীকরণ ঃ

যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রী যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন অথবা উহা করার কর্তৃত্ব সম্পন্ন কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত হয় নাই বলিয়া তিনি জ্ঞাত আছেন, তৈয়ারী করেন, ছাপান, তরণ করেন অথবা ব্যবহার করেন অথবা আইনসম্মত অজুহাত ছাড়াই নিজের দখলে রাখেন তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা দণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা ঃ ৭

মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রীর অপূরণকৃত ফরম দখলে রাখা ঃ

যিনি আইনসম্মত অজুহাত ছাড়াই কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রীর অপূরণকৃত ফরম বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে তাঁহাকে প্রদান বা অর্পণ করা হয় নাই, নিজের দখলে রাখেন, নি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

রিয়েছিলেন ঐ পদের জন্য। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ফাউন্ডেশন থেকে একজনকেও প্রতিযোগিতায় ডাকা হয়নি। পূর্ব থেকে নির্ধারিত ৫ ব্যক্তিকে ম্যানেজার পদে নিয়োগ করা হয়েছে, যারা প্রত্যেকেই সিআরটি'তে চাকরিরত ছিলেন। এই প্রহসনমূলক নিয়োগে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আমরা এই নিয়োগের তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা জানাচ্ছি।

এদিকে বদলির ক্ষেত্রে চলছে বিশৃঙ্খলা। প্রধান কার্যালয় থেকে খেয়াল খুশিমতো বদলির আদেশ দেয়া হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের বয়স প্রায় ১ বছর হতে চলেছে। এখন পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে সাইন বোর্ড লাগানোর সিদ্ধান্ত দিতে পারেনি প্রধান কার্যালয় থেকে। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, শুধুমাত্র ১০টি অঞ্চলের ১০ জন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপককে মাসিক ৩০০০/= টাকা হারে দায়িত্বভাতা দেয়া হচ্ছে। অথচ অন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের একটি পয়সাও দায়িত্বভাতা দেয়া হচ্ছে না। এভাবে চলছে ফাউন্ডেশন। এদিকে দুর্নীতি শুরু হয়েছে পুরোদমে। প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য কয়েক কোটি টাকার গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে। এই গাড়ি ক্রয়ে যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে তা প্রায় নিশ্চিত। প্রধান কার্যালয় বাদে ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য ১০টি ডাইহাটসু টেরিওস গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে। প্রতিটি গাড়ির ক্রয় মূল্যে দেখানো হয়েছে ১৮ লাখ টাকা। অথচ জানা গেছে, এই গাড়িগুলোর প্রকৃত মূল্য ৮ থেকে ৯ লাখ টাকা। প্রায় ১ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে গাড়ি ক্রয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা। এভাবে অনিয়ম আর দুর্নীতিতে ধীরে ধীরে ভরে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন বিভাগ সকলের প্রতি আবেদন দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সেবায় নিয়োজিত পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান।

— পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের

পার হয়ে গেলেও আইজউদ্দিনের কষ্ট কমে না। প্রেমিকাকে সে ভুলতে পারে না।

মুন্সীগঞ্জের এই আইজউদ্দিনের কষ্ট যত বাড়তে থাকে তা নিয়ে দেশব্যাপী আলোচনার ঝড় বইতে থাকে। এমন প্রেমিকপ্রবরকে নিয়ে প্রশাসনেও আলোচনা হয়।

আইজউদ্দিনের সমব্যথী হয়ে এক পুলিশ অফিসার একটি পর্যন্ত লিখে ফেলেছেন। পুলিশের সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ শাহজাহানের লেখা আইজউদ্দিনের স্মৃতিচারণমূল বই 'কষ্টে আছে আইজউদ্দিন' প্রকাশিত হয়েছে গত একুশে বইমেলায়। তারপর তরুণ-তরুণীদের কাছে বইটি আড্ডা আলোচনার অংশ হয়ে যায়। হয়ত এরপর আইজউদ্দিনের আরও বেড়ে গেছে। কিন্তু সে খবর কে দেবে? পত্রিকার পাতা, টিভির পর্দা, বইবন্দী হওয়ার পর আইজউদ্দিনের কা